(২৪)

M.Q   2

1) A) ইন্দ্রিয়ানুভবের কি শুদ্ধ আকার বলতে কি বোঝায়? 2

B) অধিবিদ্যাগত ব্যাখ্যা কাকে বলে? 2 (metaphysical exposition)

C) জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কাকে বলে? 2 (Transcendental exposition)

D) কান্টের মতে দেশ এবং কালের স্বরূপ কি? 5

E) কি ভাবে কান্ট প্রমান করেন যে কাল হল পূর্বতঃসিদ্ধ বিশুদ্ধ অনুভবের আকার? 10

F) কি ভাবে কান্ট প্রমান করেন যে দেশ হল পূর্বতঃসিদ্ধ বিশুদ্ধ অনুভবের আকার? 10

G) কি ভাবে কান্ট প্রমান করেন যে দেশ ও কাল ঐন্দ্রিয়ক ভাবে বাস্তব কিন্তু অতীন্দ্রিয়ক ভাবে অবাস্তব? 5

[E Part বা F Part এর Question টা 10ন. হলে আগে D Part টা লিখে তারপর E বা F Part টা লিখবে।]

Ans:-> (A) [আমরা সংবেদনের মাধ্যমে যা লাভ করি, কান্টের মতে তাকে দুটি দিক থেকে দেখা যায় — আকার ও উপাদান, ইন্দ্রিয় অনুভবে আমরা উপাদান লাভ করি, কিন্তু যে কোন উপাদান বিশেষ কিছু আকারের মধ্য দিয়ে অর্থপূর্ন হয়। যে আকার অনুভব থেকে আসে না, অথচ যে আকার ধারন করে আমাদের অনুভূত উপাদান আমাদের কাছে প্রতিভাত হতে পারে সেই আকারকে কান্ট ইন্দ্রিয়ানুভবের শুদ্ধ আকার বলেছেন। ইন্দ্রিয়ানুভবের এই শুদ্ধ আকার হল দেশ ও কাল। দেশ ও কাল ছাড়া কোন বস্তুর অনুভব সম্ভব নয়। আমাদের অনুভব শক্তি এমন ভাবে গঠিত যে, কোন কিছু অনুভূত হতে হলে দৈশিক ও কালিক আকার ধারন করেই অনুভূত হতে পারে। এই কারনেই কান্ট দেশ ও কালকে ইন্দ্রিয়ানুভবের শুদ্ধ আকার বলেছেন।

(B) [কোন ধারনার অন্তর্নিহিত স্বরূপের বিশ্লেষনের মাধ্যমে ঐ ধারনার পূর্বতঃসিদ্ধতা প্রদর্শনই হল আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা। সুতরাং আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা হল প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা একথায় প্রমান করে যে, দেশ ও কালের পূর্বতঃসিদ্ধ হবার ব্যাপারটি তাদের স্বরূপের মধ্যেই নিহিত।]

(C) [কোন পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞানের সম্ভবপরতা ব্যাখ্যা করার জন্যে দেশ ও কালের পূর্বতঃসিদ্ধতা স্বীকার করায় হল জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, এই ব্যাখ্যায় দেখানো হয় যে, দেশ ও কালের পূর্বতঃসিদ্ধতা স্বীকার না করলে কতকগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞানের সম্ভবপরতা ব্যাখ্যা করা যায় না। এই ব্যাখ্যা পরোক্ষভাবে দেশ ও কালের পূর্বতঃসিদ্ধতা প্রমান করে।]

(D) [বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কান্ট তার 'Critique of Pure Reason' গ্রন্থের Transcendental Aesthetic সংবেদন শক্তির অংশে দুটি বিশুদ্ধ আকার নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই দুটি বিশুদ্ধ অনুভবের আকার হল দেশ ও কাল, এই দুটি অনুভবের আকার আমাদের পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের নিয়ম দেয়। কান্ট বলেন যে, দেশ ও কাল সংবেদন শক্তি থেকেই পাওয়া যায়। এটি হল মনেরই একটি শক্তি। এই দেশ ও কাল আকারদ্বয়ের দ্বারায় আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করি। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগতের বস্তু আমরা যখন প্রত্যক্ষ করি তখন সেই বস্তুগুলিকে পাশাপাশি, কাছাকাছি বা একটার পর একটা দেখি। এগুলি হল বস্তুর দৈশিক বৈশিষ্ট্য। একইভাবে অন্তর ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা আমাদের বিভিন্ন মানসিক অবস্থা অনুভব করি। এই মানসিক অবস্থাগুলি পরপর ঘটে বা একসাথে ঘটে, এগুলি হল কালিক বৈশিষ্ট্য। পারম্পর্য ও যৌগপদ্য হল কালিক বৈশিষ্ট্য। কান্ট বলেন যে, কালের সাহায্যে আমরা মানসিক অবস্থাকে জানি কিন্তু এর দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। কারন আত্মা অপরিবর্তনীয়। কিন্তু কাল পরিবর্তনশীল, কালের দ্বারা আমরা মন এবং মনের ঘটনাবলীকেই জানি। কাল হল অন্তর ইন্দ্রিয়ের আকার। কান্টের মতে বহিরাগত ও আন্তর উভয় ক্ষেত্রেই কাল হল পূর্বতঃসিদ্ধ আকার। এর কারন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কান্ট বলেন যে, বহিরাগত এবং আন্তর উভয় ক্ষেত্রেই গ্রাহ্য হিসাবে আমরা যা পাই তা অবশ্যই মনোসম্ভূত হবে। মনের দিক থেকে সকল অবভাসই অন্তরগ্রাহ্য এবং তাই কালগত। কিন্তু দেশ সমস্ত অবভাসের আকার নয়, শুধুমাত্র বাহ্য বিষয়ের ক্ষেত্রেই দেশ থাকে। এটি বাইরের অবভাসেরই আকার। কিন্তু কাল সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত অবভাসের মানসিক আকার। কাল হল মানসিক ঘটনার প্রত্যক্ষ স্বরূপ এবং বাহ্যিক ঘটনার পরোক্ষ স্বরূপ।]

Scanned with CamScan

(E) [বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কান্ট তার 'Critique of pure Reason' গ্রন্থের Transcendental Aesthetic অংশে সংবেদন শক্তির দুটি বিশুদ্ধ আকার নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই দুটি বিশুদ্ধ অনুভবের আকার হল দেশ ও কাল। এই দুটি অনুভবের আকার আমাদের পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের নিয়ম দেয়।

কালের অধিবিদ্যাগত ব্যাখ্যা -> Metaphysical Exposition of the Concept of time

অংশে কান্ট নিম্নোক্ত যুক্তিগুলির দ্বারা প্রমান করেছেন যে, কাল হল পূর্বতঃসিদ্ধ বিশুদ্ধ অনুভবের আকার। আমরা কান্টের যুক্তিগুলি বিশ্লেষন করছি।

প্রথমতঃ— কাল অভিজ্ঞতালব্ধ ধারনা নয়। কান্ট বলেন যে, কালের ধারনা অভিজ্ঞতা থেকে উৎপন্ন হয় না। আমরা দুটি অভিজ্ঞতাকে একসাথে বর্তমান হিসাবে পাই বা একটির পর একটি পাই। এই যৌগপদ্য এবং পারম্পর্যের অভিজ্ঞতা সম্ভব হত না যদি অভিজ্ঞতার পূর্বে কালবোধ না থাকত। কালিক অভিজ্ঞতা আছে বলেই আমরা বস্তুগুলিকে পরম্পরায় বা যুগপৎ দেখতে পাই।

দ্বিতীয়তঃ— কাল হল পূর্বতঃসিদ্ধ। ~~কান্ট বলেন যে~~, কালের মধ্যেই আমরা একটি ঘটনাকে জানি। একটি ঘটনা ঘটছে না এরকম আমরা বলতে পারি কিন্তু একটি ঘটনা ঘটছে অথচ সেটি কোন কালে অবস্থিত নয় এটা বলা যায় না। কাল বস্তুর অভিজ্ঞতালাভের অনিবার্য শর্ত, কালিক উপলব্ধি আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার মূলে বর্তমান। কাল যেহেতু অনিবার্য তাই পূর্বতঃসিদ্ধ। কালবোধ যে অনিবার্য সেটা বোঝানোর জন্য কান্ট বলেন যে, কাল বর্জিত অভিজ্ঞতা সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতায় কোন অবভাস নাও থাকতে পারে, কিন্তু অবভাস না থাকলেও কাল থাকবে। আমাদের অনুভব শক্তি এমন ভাবে গঠিত যে, কোন কিছু অনুভব হতে হলে তা কালিক আকার ধারন করেই হবে।

তৃতীয়তঃ— কাল সামান্য ধারনা নয়। কালের ধারনা আমরা বিশ্লেষন করে পাই। কিন্তু ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে আমরা উপলব্ধির দ্বারায় কালের ধারনা পাই। কাল হল সংবেদনলব্ধ উপলব্ধি। কাল হল একক। যেগুলিকে আমরা বিভিন্ন কাল বলি সেই বিভিন্ন কাল হল এই একক কালেরই অংশ। কাল যেহেতু একক তাই উপলব্ধির বিষয়। আমরা বিভিন্ন কাল থেকে একক কালের ধারনায় পৌঁছায় না, বরং একক কালকেই বিভিন্ন করে খন্ড খন্ড কালে পৌঁছায়। তাই কালকে সামান্য ধারনা বলা যায় না।

চতুর্থতঃ— কাল হল বিশুদ্ধ অনুভব। কাল যেহেতু সামান্য ধারনা নয় তাই কান্ট কালকে অনুভবের আকার বলেছেন। কাল হল অসীম ও অনন্ত। অনন্ত বলতে মহৎ পরিমানকে বোঝায়। যেহেতু কাল অসীম তাই একাধিক কাল স্বীকৃত নয়। কাল হল অনুভবের আকার। কালের বিভিন্ন ধারনা পেতে হলে সামগ্রিক অনুভবের ওপর নির্ভর করতে হয়। সামান্যের বাস্তবিক কোন পরিমান নেই তাই মহৎ পরিমান বিশিষ্ট কালকে সামান্য ধারনা বলা যায় না।

পঞ্চমতঃ— কাল থেকে আমরা কিছু নিশ্চিত নিয়ম পাই এবং এই নিয়ম পাওয়াটা নির্ভর করে কালের পূর্বতঃসিদ্ধ অনিবার্যতার ওপর। গতির ধারনা আমরা কালের ধারনা থেকেই পেয়ে থাকি এবং এই কালের ধারনার সাহায্যেই আমরা গতি ও পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞান পাই।

উপরিউক্ত অধিবিদ্যাগত যুক্তিগুলির সাহায্যেই কান্ট প্রমান করেছেন যে কাল হল পূর্বতঃসিদ্ধ বিশুদ্ধ অনুভবের আকার (Apriori form of intuition)।

কালের জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা (Transcendental Exposition) -> জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কোন কিছুর ব্যাখ্যায় হল জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। কালকে পূর্বতঃসিদ্ধ অনুভব হিসাবে স্বীকার না করলে পাটিগনিতের জ্ঞানের সম্ভবপরতা ব্যাখ্যা করা যায় না। কাল সম্পর্কে এই ব্যাখ্যায় হল জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।

কান্ট মনে করেন পাটিগনিতের বহু বচন কাল সংক্রান্ত বচন। যেমন বিভিন্ন কাল যুগপৎ নয় – এই বচনটি একটি কাল সংক্রান্ত পূর্বতঃসিদ্ধ বচন। এই বচনটি অনিবার্য ও সংশ্লেষক। কাল সংক্রান্ত এইরকম বহু বচন অনিবার্য ও সংশ্লেষক। প্রশ্ন হল কাল সংক্রান্ত পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞানের সম্ভবপরতা কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? কান্টের উত্তর হল, কাল পূর্বতঃসিদ্ধ অনুভব বলেই কাল সংক্রান্ত পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞান সম্ভবপর। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে এটাই প্রমানিত হয় যে, কাল হল পূর্বতঃসিদ্ধ অনুভব।]

Scanned with CamScanner

14

(3) F) বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কান্ট তার 'Critique of Pure Reason' গ্রন্থের Transcendental Aesthetic সংবেদন প্রক্রিয়া অংশে দুটি বিশুদ্ধ আকার নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই দুটি বিশুদ্ধ অনুভবের আকার হল দেশ ও কাল। এই দুটি অনুভবের আকার আমাদের পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের নিয়ম দেয়।

দেশের অধিবিদ্যা বা পরাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা → Metaphysical Exposition of the concept of space অংশে কান্ট নিম্নোক্ত যুক্তিগুলির দ্বারা প্রমান করেছেন যে, দেশ হল পূর্বতঃসিদ্ধ বিশুদ্ধ অনুভবের আকার।

প্রথমমত:— কান্টের মতে দেশ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষলব্ধ, সংবেদন বা ধারনা নয়। বহির্জগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক বিভিন্ন সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করে আমরা দেশের ধারনা পাই না। কারন বাহ্য অভিজ্ঞতার জন্য দেশের ধারনা সম্ভব হয় না, বরং দেশের ধারনাই বাহ্য অভিজ্ঞতাকে সম্ভব করে তোলে। কাজেই দেশের ধারনা অভিজ্ঞতা হতে উদ্ভূত নয়।

দ্বিতীয়মত:— দেশ অভিজ্ঞতাপূর্ব ধারনা। কারন দেশের ধারনা হল অনিবার্য ধারনা। আমরা বস্তুহীন শূন্য দেশের কথা ভাবতে পারি কিন্তু অর্থাৎ এমন কোন দেশের কথা ভাবতে পারি যাতে বস্তু নেই। কিন্তু আমরা এমন কোন বস্তুর কথা ভাবতে পারি না যা কোন না কোন ভাবে দৈশিক ধর্মযুক্ত নয়। কোন বিষয়কে জ্ঞানের বিষয় হতে হলে তাকে দৈশিক ধর্মযুক্ত হতেই হবে। দৈশিক ধর্মযুক্ত হয় নি অথচ জ্ঞানের বিষয় হয়েছে এমন হতে পারে না। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, দেশ বস্তু বা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং দেশ হল সমস্ত প্রকার অবভাসের সম্ভবপরতার আবশ্যিক শর্ত এবং দেশের ধারনা যৌক্তিক ভাবে অবভাসের পূর্বগামী।

তৃতীয়মত:— কান্টের মতে দেশ সামান্য ধারনার বিষয় নয়, দেশ হল বিশুদ্ধ অনুভবের আকার বিষয়। কারন, (i) আমরা কেবল একটি দেশেরই ধারনা করতে পারি এবং যখন আমরা বিভিন্ন দেশের কথা বলি তখন সেগুলিকে মাত্র একটি এবং একই অনুপম দেশের অংশ বলেই বুঝি। (ii) অংশগুলি কখনও এক সর্বব্যাপী দেশের উপাদান হিসাবে পূর্বগামী হতে পারে না, বিপরীত পক্ষে অংশগুলিকে এক সর্বব্যাপী দেশের অন্তর্ভুক্ত বলে চিন্তা করা যায়। দেশ মূলত এক। একই দেশকে পরিচ্ছিন্ন করে নানা দেশের কল্পনা করা হয়। সুতরাং এর থেকে একথায় প্রমানিত হয় যে, দেশ সংক্রান্ত সকল ধারনার অন্তরালে একটি পূর্বতঃসিদ্ধ অনুভব আছে।

চতুর্থমত:— দেশ অনন্ত বলেই প্রতীত হয়। প্রত্যেক সামান্য ধারনা হল এমন ধারনা যা অসংখ্য বাস্তব ও সম্ভাব্য বিশিষ্ট ধারনার মধ্যে ~~এখানে~~ সমভাবে বিদ্যমান এবং ঐ সব বিশিষ্ট ধারনা ঐ সামান্য ধারনার অধীন।

কিন্তু কোন সামান্য ধারনা তার অধীনস্থ বিশিষ্ট ধারনাগুলিকে তার নিজের ভেতরে ধারন করে না, দেশের বেলায় আমরা ভাবি যে, খন্ড দেশগুলি অখন্ড ও অনন্ত দেশের অংশ হিসাবে তার ভেতরেই আছে। সুতরাং দেশ সামান্য ধারনা নয়, দেশ হল পূর্বতঃসিদ্ধ অনুভব।

উপরিউক্ত যুক্তিগুলির সাহায্যেই কান্ট প্রমান করেন যে, দেশ হল পূর্বতঃসিদ্ধ বিশুদ্ধ অনুভবের আকার।

দেশের জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা (Transcendental Exposition) → জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কান্ট বলেন, "আমি একটি প্রত্যয়ের জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বলতে সেই ব্যাখ্যাকে বুঝি, নিয়ম হিসাবে যার থেকে অন্য পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞানের সম্ভবপরতা বোধগম্য হয়।"

কান্টের এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, কান্টের মতে, কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে কোন বিশেষ প্রত্যয়কে নিয়ম হিসাবে স্বীকার না করলে অন্য একটি পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞানের সম্ভবপরতা ব্যাখ্যা করা যায় না। দেশের বেলায় ঠিক এইরকমটি ঘটে। দেশকে পূর্বতঃসিদ্ধ অনুভব বলে স্বীকার না করলে জ্যামিতিক জ্ঞানের সম্ভবপরতা ব্যাখ্যা করা যায় না।

জ্যামিতি হল সেই শাস্ত্র যা বস্তুর দৈশিক ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ জ্যামিতিক বচনগুলি দেশ সংক্রান্ত বচন। আবার জ্যামিতিক বচনগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ ও সংশ্লেষক। সুতরাং দেশ সংক্রান্ত বচনগুলি হল পূর্বতঃসিদ্ধ ও সংশ্লেষক।]

(G) [কান্টের মতে দেশ ও কাল হল ঐন্দ্রিয়ক ভাবে বাস্তব কিন্তু অতীন্দ্রিয়কভাবে অবাস্তব। এই বক্তব্যের দুটি অংশ — (ক) দেশ ও কাল ঐন্দ্রিয়ক ভাবে বাস্তব। (খ) দেশ ও কাল অতীন্দ্রিয় ভাবে অবাস্তব।

কান্ট, ঐন্দ্রিয়ক বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ এবং অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। ঐন্দ্রিয়ক জগৎ ... মানে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞেয় জগৎ। অতীন্দ্রিয় জগৎ হল এমন জগৎ যা ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে যায়, যাকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানা যায় না।

Scanned with CamScanner

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আমরা যখন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করি তখন বিষয় দেশ ও কালের পরিচ্ছদ ধারন করেই থাকে।

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের বিষয় মাত্রেরই দৈশিক ও কালিক আকারে আকরিত হয়ে আভাসিত হওয়ার ব্যাপারটি অনিবার্য ও অনস্বীকার্য। কাজেই দেশ ও কাল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাবে বাস্তব।

শুধু তাই নয়, দেশ ও কালের বাস্তবতা ঐন্দ্রিয়ক জগতেই সীমাবদ্ধ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ঊর্দ্ধে দেশ ও কালের কোন বাস্তবতা নেই। দেশ ও কালের চরম সত্তা নেই। কেননা ইন্দ্রিয় অনুভব থেকে যদি আমরা দেশ ও কালকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করি তাহলে দেশ ও কাল বলে কিছু খুঁজে পাই না। দেশ ও কাল হল ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তুকে জানার বিষয়ীগত শর্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। দেশ ও কাল স্বতন্ত্র বস্তু নয়, বস্তু ধর্ম নয়, মানবীয় জ্ঞানের আকার মাত্র। সুতরাং মানবীয় জ্ঞানের যে জগৎ সেই জগতের ঊর্দ্ধে দেশ ও কালের কোন বাস্তবতা নেই। মানবীয় জ্ঞানের জগৎ হল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ। কাজেই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের ঊর্দ্ধে এই দেশ ও কালের কোন বাস্তবতা নেই। অন্যকথায় অতীন্দ্রিয় জগতে দেশ ও কাল অবাস্তব।